ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 1 No. 3, September, 2024

বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্র: রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান অন্বেষণ

Dr. Md. Rabiul Hossain
Professor, Department of Bangla, Islamic University, Kushtia-7003, Bangladesh
Corresponding Author: Dr. Md. Rabiul Hossain anuhossain71@gmail.com

ARTICLEINFO

Keywords: Maximum five keywords here, separated by a comma

Received : 21 May, 2024
Revised : 25 August, 2024
Accepted: 3 September, 2024

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRACT

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে চিঠিপত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কারাগারে এবং কারাগারের বাইরে অর্থাৎ দুই অবস্থাতেই তিনি চিঠিপত্রকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এসব চিঠিপত্রের একদিকে রয়েছে সমকালীন পরাধীনসমাজ, রাজনীতি ও শাসন-শোষণের চিত্র অন্যদিকে রয়েছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক-নির্দেশনা; রয়েছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিকচিন্তা-চেতনা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে নানা বক্তব্য। অর্থাৎ প্রাপ্ত চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু হলো– ব্যক্তি ও কর্মযোগী শেখ মুজিবুরর হমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি। ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। এজন্য তিনি জেল খেটেছেন যৌবনের প্রায় অর্ধেকটা সময়। জেলে বসে লিখেছেন ডায়েরি। এসব লেখা *অসমাপ্তআত্মজীবনী* (২০১২), *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৭) ও *আমার দেখানয়াচীন* (২০২০) শিরোনামে গ্রন্থভূক্ত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার বিষয়ক গ্রন্থ এবং ভাষণসমগ্র। এছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা ও তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিখিত চিঠিপত্র। বঙ্গবন্ধু ছাত্রজীবন থেকে ডায়েরি লিখতেন। কিন্তু এখন পর্যন্ততার সবগুলো লেখা উদ্ধারকরা সম্ভব হয়নি।[১] ১৯৭২ সালে নিউইয়র্ক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ডেভিড ফ্রস্ট কর্তৃক ধানমণ্ডির ৩২ ন. বাড়িতে গৃহীত সাক্ষাৎকাওে তিনি এ বিষয়ে বলেছেন :

> পাকিস্তানি ফৌজ আমার সবকিছু লণ্ঠন করেছে। কিন্তু এই বর্বর বাহিনী আমার আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড়, আমার সন্তানদের দ্রব্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করেছে তাতে আমার দুঃখ নাই। আমার দুঃখ, ওরা আমার জীবনের ইতিহাসকে লুণ্ঠন করেছে। আমার ৩৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনের দিন লিপি ছিল। আমার একটি সুন্দর লাইব্রেরি ছিল। বর্বররা আমার প্রত্যেকটি বই আর মূল্যবান দলিলপত্র লুণ্ঠন করেছে। সবকিছুই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিয়ে গেছে।[২]

শেখ মুজিবুর রহমানের উপর্যুক্ত মন্তব্য এবং প্রকাশিত রচনাসমূহের বক্তব্য-বিষয়ে দুটি দিক লক্ষ করা যায়। এক. বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তি ও পারিবারিকজীবন এবং দুই. তাঁর রাজনৈতিক জীবন-দর্শন ও সমকালীন ইতিহাস।[৩] বঙ্গবন্ধুর রচনা, ভাষণ ও সাক্ষাৎকারসূমহে আমরা যেসকল রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পায় তার ওপর ভিত্তি কওে রচিত হতে পারে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে চিঠিপত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কারাগারে এবং কারাগারের বাইরে অর্থাৎ দুই অবস্থাতেই তিনি চিঠিপত্রকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এসব চিঠিপত্রের একদিকে রয়েছে সমকালীন পরাধীনসমাজ, রাজনীতি ও শাসন-শোষণের চিত্র অন্যদিকে রয়েছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক-নির্দেশনা; রয়েছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিকচিন্তা-চেতনা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে নানা বক্তব্য। অর্থাৎ প্রাপ্ত চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু হলো– ব্যক্তি ও কর্মযোগী শেখ মুজিবুরর হমান।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. ড. সুনীলকান্তি দে, 'ভূমিকা', *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা ২০১০, পৃ. ৭

২. উদ্ধৃত, ড. সুনীলকান্তি দে, 'ভূমিকা', *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭। সাক্ষাৎকারটি ১৯৯৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত আহমেদ সালিমের *পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দি জীবন* শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৩. রবিউল হোসেন, 'প্রথম ফ্ল্যাপ', *লেখক বঙ্গবন্ধু*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা ২০২১

বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবনের সর্বাংশে রয়েছে রাজনীতি। তাঁর কর্মময় জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস একসূত্রে গাঁথা। আর চিঠিপত্র ছিল তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু তাঁর লেখা ও তাঁকে লিখিত সমগ্র চিঠিপত্রের খুব কম সংখ্যক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে রাজনীতি করেছেন। এজন্য শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাঁর চিঠিপত্রের ওপরও গোয়েন্দাগিরি করেছে। এসবের ভিতর দিয়ে যতোসংখ্যক চিঠি আমাদের নিকট পৌঁছেছে তার ওপর ভিত্তি করে এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্রে রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদান অন্বেষণের চেষ্টা করবো।

এক

বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষ্যভাবে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন ১৯৩৬ সালে। গোপালগঞ্জের স্বদেশী আন্দোলনকারী ও নেতাজি সুভাষ বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫) কর্মী-সমর্থকদের কর্মকাণ্ডে ভালোলাগা থেকে তাঁর এই সম্পৃক্তি।[৪] আর ১৯৩৮ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩) গোপালগঞ্জ সফরে এলে বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিত্বে ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হন। ঠিক এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতায় গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত গুরু-শিষ্যের এ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন ছিল। সমকালীন নিপীড়নমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উভয় নেতার মধ্যে আদান-প্রদানকৃত চিঠিপত্র থেকে আমরা এ সত্যের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করবো।

বঙ্গবন্ধুর জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্তি ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মুসলিম লীগ গঠনের মধ্য দিয়ে। এ পর্যায়ে তিনি মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে যোগদান করেন এবং এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিতহন। ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে যোগদান; ১৯৪৬ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ ও ৭-৯ এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগদান প্রভৃতি কর্মকাণ্ড নেতৃত্বের

[৪]. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০১২, পৃ. ৯

পর্যায়ে তাঁর রাজনৈতিক সম্পৃক্তি প্রমাণ করে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান চেয়েছিলেন কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে পূর্ব বাংলার পরাধীনতায় তিনি আশাহত হন।

পাকিস্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়। কারণ হিসেবে আমরা দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি। ক. সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং খ. পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। এজন্য আমরা দেখি, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং পাকিস্তানের ক্ষমতা সরকারি আমলাদের হাতে চলে যায়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীরা এ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।[৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯৪৮ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি একটি কার্যকরী ও বিরোধী ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ও ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৬] সংগঠনটির আহ্বায়ক হন নাইমউদ্দিন আহমেদ। এবছর ৮ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার (কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) বৈঠক হয়। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কী হবে– এ বিষয়েও আলোচনা হয়। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন। কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬-১৯৭১) দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক।[৭] কারণ, পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনগণের ভাষা বাংলা। মুসলিম লীগ নেতারা কিছুতেই মানতে রাজি হচ্ছিলেন না। মূলত, বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিরাট ষড়যন্ত্র ততোদিনে শুরু হয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর) এর প্রতিবাদ করে এবং দাবি করে 'বাংলা ও উর্দু' এই দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। এ সময় উপর্যুক্ত সংগঠন দুটির আহ্বানে আয়োজিত সর্বদলীয় সভায় গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ'। ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪) আইন পরিষদে 'পূর্ব বাংলার জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা করলে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদ জানান। ছাত্র-জনতা সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় তোলে। উদ্ভুতপরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণে শেখ মুজিবছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। এদিকে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সরকার ও

---

[৫]. রবিউল হোসেন, *লেখক বঙ্গবন্ধু*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা ২০২১, পৃ. ২০

[৬]. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুররহমান : জীবন ও রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০২১, পৃ. ৭৪৫-৭৪৬

[৭]. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ. ৫৩

মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ধর্মঘটে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ চলমান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ধর্মঘটের দিন সচিবালয়ের সামনে সহকর্মীদের সঙ্গে বিক্ষোভরত অবস্থায় শেখ মুজিবসহ বহুছাত্র গ্রেফতার ও জখম হয়। এদিকে পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) ১৯ মার্চ ঢাকায় আসার কর্মসূচি দেন। এবং জিন্নার নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, প্রিন্সিপাল আবুল কাসেমসহ (১৯২০-১৯৯১) সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে দুদিন ব্যাপী আলোচনার ভিত্তিতে ৭ দফা মেনে নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী বাংলা অফিস-আদালতের ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হবার কথা। এরপরও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অব্যহত থাকলে সরকার রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি মেনে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চ আরেকটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী ও ছাত্রদের আন্দোলনের চাপে ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুসহ অনেক বন্দি মুক্তি লাভ করেন। এরপর ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্রসভায় শেখ মুজিব সভাপতিত্ব করেন।[৮] এ সভায় সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আপোষ হয় তার সবগুলোই অনুমোদিত হয়।[৯] এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন স্থিমিত থাকে।

১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘটের ডাক দিলে শেখ মুজিব এতে সমর্থন দেন। কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৯ মার্চ তাঁকে জরিমানা করে। এ অন্যায় নির্দেশ তিনি প্রত্যাখ্যান করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ১৯ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করার কারণে তিনি গ্রেফতার হন। ২৩ জুন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। জেলে থাকা অবস্থায় শেখ মুজিব নবগঠিত দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসের শেষের দিকে জেল থেকে বের হয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের প্রেক্ষাপটে সরকার বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করতে থাকেন। সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে শেখ মুজিব গ্রেফতার ও পরে মুক্তি পান। ১১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের সভা থেকে তিনি পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের (১৮৯৩-১৯৭৪) পদত্যাগ দাবি করেন। এ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের (১৮৯৫-১৯৫১) ঢাকায় আগমনের প্রতিবাদ জানিয়ে ভুখা মিছিল বের হয়। দলীয় এ মিছিলে তিনি নেতৃত্ব

[৮].মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৬-৭৪৭

[৯]. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

দেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ১৪ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন এবং প্রায় দুই বছর পাঁচমাস তিনি জেলে অন্তরীণ থাকেন।[১০]

আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর জেল থেকে মুক্তি ও ১৪ অক্টোবর পুনরায় গ্রেফতারের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু প্রায় তিনমাস জেলের বাইরে থেকে রাজনীতি করেছেন। এ সময় দেশকে শোষণমুক্ত করতে তিনি দলীয় কর্মকাণ্ড গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। ফলে নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা ও কর্মীদের সতেজ রাখা তাঁর প্রধান কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। উভয়পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে চিঠি তাঁর নিকট একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। এ সময়-পর্বে শেখ মুজিবের লেখা দুটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। পত্র দুটি তাঁর নেতা ও রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে লেখা। ঠিকানা– ১৩-এ কুটচেরী রোড, করাচি। প্রথম চিঠিটি তারিখ বিহীন ও ১০ আগস্ট ১৯৪৯ তারিখে গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক আটককৃত এবং অনুলিপি করে রাখা। পত্রটিতে দুটি বিষয় পাওয়া যায়। এক. চলমান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে আওয়ামী মুসলিম লীগের করণীয় ও সংসদীয় বিষয়াদি নিয়ে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নিকট থেকে পরামর্শ প্রাপ্তির জন্য অধীর অপেক্ষা এবং দুই. অর্থ সংকটের মধ্যেও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পথ নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহণ। পত্রটির নির্বাচিত অংশ নিম্নরূপ :

> I am very anxious to see you and also I have some urgent talk with you about Awami League and parliamentary affairs. When you can come here? please write to me, giving all directions.
>
> N.B:-
>
> I have to finish the direction of E.P.M.S.L. within one month but unfortunately we have no fund. Anyhow Allah with us.[১১]

২১ আগস্ট ১৯৪৯ তারিখ শেখ মুজিব তাঁর রাজনৈতিক গুরু শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দ্বিতীয় চিঠি লেখেন। এ চিঠিটিও পুলিশ কর্তৃক আটককৃত এবং অনুলিপি করে রাখা। পত্রটি পাঠে আমরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বেও পূর্ব পাকিস্তানের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ উপলব্ধি করতে পারবো। পত্রটিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে উত্তাল পাকিস্তানের পূর্বাংশ, নূরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি, লিয়াকত আলী খানকে অবমাননা,

---

[১০]. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৭

[১১]. Sheikh Hasina (Ed.), *Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Vol- 1 (1948-1950),* Hakkani publisher, Dhaka 2020 (3rd Re-print), p. ২৩৮-২৩৯

দেশব্যাপী দমনপীড়ন ও গ্রেফতার, ১৪৪ ধারা জারি, প্রতিবাদে আওয়ামী মুসলিম লীগের বৃহদায়তন সভা আয়োজন প্রচেষ্টা, দলীয় কর্মসূচী লিখিতরূপে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গে দলের নেতা সোহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে পরামর্শের জন্য টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা ও না পেরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রকাশ রয়েছে। আর এসবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং নেতার প্রতি মান্যতাবোধ ও শ্রদ্ধা। চলমান রাজনীতির পূর্বাপর বিবেচনায় আলোচ্য চিঠিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একই সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রসঙ্গগুলো আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের কর্মতৎপরতার পরিচয় বহন করে। একই সঙ্গে ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিল (১৯৪৯) নিয়ে পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টাতে আমরা তাঁর বহুমাত্রিক নেতৃত্ব-গুণের পরিচয় পায়। উল্লেখ্য, ছাত্রলীগের এ কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিব। কাউন্সিলে ছাত্রলীগের সভাপতিও সম্পাদক হন যথাক্রমে দবিরুল ইসলাম ও খালেক নেওয়াজ খান। সভাপতির বক্তব্যে তিনি সংগঠনটির করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন।[১২] এ পর্যায়ে আমরা পত্রটির নির্বাচিত অংশ তুলে ধরবো :

> We are all anxiously awating for reply to the points raised therein on our behalf. You certainly realise the attitude if the present regime which is mean. All sorts of oppression has been let loose. promulgation of sec. 144, arrest and harassment of our workers have become every day affairs. In spite of all these our organizational work is proceeding unexpectedly fast. But for an 'Organ all our activities cannot be published. The other day we organized a public meeting at the Armanitola Maidan on the occasion of the Independence day celebration but the Ministerial party wanted and in fact employed all vile tactics to break our meeting but all there attempts failed and the meeting was a tremendous success and there was a gathering of nearly fifty thousands. But for want of publicity we were fighting against thousand adds and you also know where other difficulties be. Our workers in mufassil are harassed like anything.
>
> The conferrence of the East Pakistan Muslim Student's League have been fixed on the 16th and 17th Sept. 1949.

[১২]. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

> When are you coming to dacca? We are all anxious to have you in our midst for various talks.
>
> We tried to contact you over phone. Even three days back we sat late homes at night and were told from the Karachi Exchange at about 2 a.m. that you were not available.[১৩]

শেখ মুজিব প্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে লাহোরের ঠিকানায় আরেকটি চিঠি লেখেন ২১ ডিসেম্বর ২০৫০ তারিখে। তখন তিনি নিরাপত্তাবন্দী হিসেবে ফরিদপুর জেলে অবস্থানরত ছিলেন। পত্রটিতে বঙ্গবন্ধু তৎকালীনপূর্ব পাকিস্তানের নৈরাজ্যকর প্রশাসনিক অবস্থার পূর্বাপর পরিচয় দিয়েছেন; প্রিয় নেতার কাছে বর্ষীয়ান নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) জেল-মুক্তির সংবাদ লিখেছেন; পশ্চিম পাকিস্তানের দলীয় নেতৃবৃন্দের খবর নিয়েছেন। চিঠিটি কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করে। আলোচ্য চিঠিটিতেও আমরা দেখতে পায়– বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তার নামে এক জেল থেকে অন্য জেলে পাঠাতে হয়রানি করা হয়। যাতে তাঁর মনোবল ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তিনি এসব কিছু তোয়াক্কা করেননি। আল্লাহকে সর্বশক্তিমান জেনে ন্যায় বিচারের আশা করেছেন। আমরা আরো দেখি– আন্দোলনরত জনতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পুলিশ উন্মত্ততার পরিচয় দিয়েছে। পুলিশ মসজিদে উঠে জনতার ওপর লাঠি প্রয়োগ করেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে এ ঘটনাটি ছিলো দুঃখজনক। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর দৃঢ় মনোবল পাঠককে মোহিত করে। পত্রটির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– এখানে আমরা দেখি, শেখ মুজিব তাঁর কারাজীবন কর্মজীবনে পরিণত করতে প্রিয় নেতার নিকট কিছু বই পাঠানোর অনুরোধ করেছেন। তিনি তাঁর নেতার সুস্থতা কামনা করছেন। এ পর্যায়ে আমরা আলোচ্য পত্রটির নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করবো :

> I do not care for that. ... please do not think for me. I know those who preferred to die for any cause are seldom defeated. Great things are achieved through great sacrificer. Allah is more powerful than any body else, and I want justice from him....
>
> Last October when we met in the Dacca Central jail gate, you kindly promised to send some books for me. I have not yet received any book.

[১৩]. Sheikh Hasina (Ed.), *Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Vol- 1 (1948-1950), Ibid*, p. ২৫৯

you should not forget that I am alone and books are only companion of mine.[১৪]

খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি তিনি ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করলেন একমাত্র উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।[১৫] তিনি ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে যে ওয়াদা করেছিলেন তা ভঙ্গ করলেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ তথা সকলেই এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। শেখ মুজিব এ সময় ঢাকা মেডিকেলে কয়েদি হিসেবে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি ঘটনা শুনে মোহাম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২), খালেক নেওয়াজ (১৯২৬-১৯৭১), কাজী গোলাম মাহবুব (১৯২৭-২০০৬) প্রমুখ ছাত্রলীগ ও অন্যান্য দলের নেতাদের রাতের অন্ধকারে খবর দিয়ে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে' বলেন। পরের দিন রাতে একইভাবে ঢাকা মেডিকেলে বঙ্গবন্ধুর কেবিনে অনুষ্ঠিত মিটিং থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়– 'আগামী ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। 'সভা কওে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে। ছাত্রলীগেরই একজনকে কনভেনর ও ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই জনমত সৃষ্টি করতে হবে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– তিনি অনশন করবেন; সঙ্গে থাকবেন মহিউদ্দিন। সংবাদ প্রচার হয়ে গেলে দুজনকেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো ফরিদপুর জেলে। ফরিদপুর জেলেই ১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর অনশন শুরু হলো। ২১ ফেব্রুয়ারি জেলখানায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে বঙ্গবন্ধু দিন কাটালেন। রাতে সংবাদ পেলেন আন্দোলন সফল হয়েছে। এ সংবাদে জীর্ণ শরীরেও তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন।[১৬] ২৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পান। এদিকে ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে সরকার জনবিচ্ছিন্নের রাজনীতি শুরু করে। অসংখ্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে সরকার জেলেবন্দি করে। এরূপ পরিস্থিতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বঙ্গবন্ধুকে লিখেলেন– 'I consider this State Language controversy to be meaningless and will really disrupt Pakistan, if they do not drop the matter.'[১৭]

মার্চ মাস। শেখ মুজিব তখন গ্রামের বাড়িতে। বাড়ি থেকেই সংবাদ পেলেন 'সংগ্রাম পরিষদে'র নেতারা মিটিংকরা অবস্থায় প্রায় সকলে অ্যারেস্ট হয়ে জেলে বন্দী। এর মধ্যে ছাত্রলীগের কর্মীরাও রয়েছেন। এ

---

[১৪]. Sheikh Hasina (Ed.), *Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Vol- 1 (1948-1950), Ibid,* p. ৫৫৬

[১৫]. প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস* ১৯৪৭-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ৪৪

[১৬]. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-২০৩

[১৭].ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

সময় তোফাজ্জল হোসেন (১৯১১-১৯৬৯) তাঁকে চিঠি লিখলেন দ্রুত ঢাকায় চলে আসতে। ২৯.০৩.৫২ তারিখে মানিক মিয়া লিখিত এবং ৩০.০৩.৫২ তারিখে ওয়ারী থেকে আটককৃত এরূপ একটি চিঠির গুরুত্বপূর্ণ অংশ আমরা এখানে উল্লেখ করছি :

> The condition at Dacca is still uncertain. Arrests are continuing, Shamsul Huq has surrendered on 19th. KhalequeNewaz and Aziz Ahmed surrendered on 27th& 28th respectively....
>
> Purely for medical treatment you may come to Dacca.
>
> We are carrying on somehow. More when we meet. My salam to your parents.[১৮]

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় এলেন।[১৯] ঢাকায় তখন ত্রাসের রাজত্ব চলছে। মানুষ ভয়ে কথা বলেনা। আওয়ামী লীগ অফিসের পাশ দিয়ে পরিচিত লোক গেলেও অফিসের দিকে তাকিয়ে দেখেননা। অফিস মানে শেখ মুজিব, প্রফেসর কামরুজ্জামান (১৯২৬-১৯৭৫) আর একজন পিয়ন। পরে মিস্টার মোহাম্মদউল্লাহ (১৯২১-১৯৯৯) এলেন অফিস সেক্রেটারি হিসেবে।[২০] ২৮.০৩.১৯৫২ তারিখে টুঙ্গীপাড়া ফরিদপুর থেকে সোহরাওয়ার্দীকে হায়দারাবাদ সিন্ধুর ঠিকানায় বঙ্গবন্ধুর লেখা একটি চিঠি থেকে তৎকালীনপূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিতে তিনি বলেন :

> You know the condition of East Bengal. The people in power will not allow the people to work constitutionally. They are creating chaos in the country. I am very anxious to see you.[২১]

---

[১৮]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯। ক্লিফটন, করাচি থেকে ২২ এপ্রিল ১৯৫২ সালে শেখ মুজিবকে লিখিত সোহরাওয়ার্দীর একটি চিঠি থেকেও আমরা তৎকালীন দমন-পীড়নমূলক রাজনীতির বিষয়ে জানতে পারি। সোহরাওয়ার্দী লিখেছেন– 'It is so terrible to here that they have arrested the leaders of the Awami Muslim Iegue all over the place and yet we can do nothing.' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

[১৯]. বঙ্গবন্ধুর টুঙ্গিপাড়া থেকে ঢাকায় ফিরে আসার গভীর উৎকণ্ঠার প্রকাশ আছে তাঁর লেখা ১৯৫২ সালের ২৮ মার্চ ও ৬ এপ্রিল লেখা ৪টি চিঠিতে। চিঠিগুলোর প্রাপক যথাক্রমে তোফাজ্জল হোসেন, সোহরাওয়ার্দী ও এডভোকেট আবদুস সালাম (১৯০৬-১৯৭২)।

[২০]. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[২১]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

এদিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি শামসুল হক কারাবন্দী থাকায় ১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের অ্যাকটিং সেক্রেটারি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২২] দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের কাজ শুরু করেন। এ পর্যায়ে (১৯৫২-১৯৫৪) তাঁর কর্মকাণ্ডসমূকে আমরা নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি :

ক. ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হওয়া কর্মীদের খোঁজখবর রাখা ও তাঁদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করা।

খ. তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দলের অবস্থান শক্তিশালী করা,

গ. পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা ও বিরোধী দল হিসেবে দলটির স্বীকৃতি আদায় করা। এবং

ঘ. দলের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠানের চেষ্টা করা।

২৮ মার্চ ১৯৫২ সালে তোফাজ্জল হোসেনকে লেখা বঙ্গবন্ধুর একটি চিঠিতে আমরা ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হওয়া আওয়ামী লীগ নেতা এমএ ওয়াদুদ (১৯২৫-১৯৮৩) সম্পর্কে জানতে পারি। এছাড়াও শেখ মুজিবের দীর্ঘ কারাবাসের পর রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হওয়া, শরীর একটু ভালো হলে ঢাকা আসার চেষ্টা করা, যেকোনো মূল্যে দলীয় মুখপত্র *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা চালু রাখা প্রভৃতি সংবাদ আলোচ্য চিঠির অন্তর্ভূক্ত। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন– 'I am very anxious to know the condition of Wadood who was ill in time of arrest.'[২৩]

২ মে বঙ্গবন্ধুর লেখা দুটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠি দুটির প্রাপক হলেন যথাক্রমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলবী আবদুল বারি (মৃত্যু ১৯৭৫) এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি এম.এ আজিজ (১৯২১-১৯৭১)। পত্র দুটিতে তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে গ্রেফতারকৃত এবং নানা মেয়াদে আটক থাকা নেতাকর্মীদের আইনি সহায়তা প্রদান ও মুক্তির লক্ষ্যে তালিকা চেয়েছেন। তাঁর ভাষায় :

[২২]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

[২৩]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

> Please send a list of the workers of your district who were victimised during the State Language Movement in different shapes, such as arrest etc. and also the names of those who might still be in detention.[২৪]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করতে এবং দলের কাউন্সিল সভা করতে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী তাঁর কর্মকাণ্ড প্রসারিত করেন।[২৫] জেলখানায় আটক মওলানা ভাসানী ও নেতাকর্মীদের মুক্তি-প্রসঙ্গে উৎকণ্ঠিতহন।[২৬] ১৯৫২ সালের ৬ ও ৯জুলাই লেখা ৩টি; ৭, ৮, ২৩, ২৬ আগস্ট লেখা ৪টি; ১৯৫৩ সালের ১১জানুয়ারি লেখা তাঁর চিঠিগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা এ সত্যেও সন্ধান পায়। মফস্বল জেলা, মহকুমা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে সফর পরিকল্পনা, কর্মী সম্মেলন, আওয়ামী লীগের আদর্শ প্রচার, দলের গঠনতন্ত্র বিতরণ, দলীয় ইস্তেহার প্রচার করতে শেখ মুজিবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরিকল্পনা মাফিক সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনা, সাংগঠনিক ইউনিটসমূহ থেকে মাসিক রির্পোটসংগ্রহ-প্রচেষ্টা, মফস্বল নেতাকর্মীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ প্রভৃতি এসব চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু। ১৯৫২ সালের ৯ জুলাই চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবদুল আজিজকে তিনি লিখেছেন :

> This office is quite in the dark about your activities in the mofussil. Please try to keep close contact with and enlighten the headquarter as to your progress in your district by at least a monthly report. An early acknowledgement of the receipt of manifastoes etc. will be high' appreciated by this office.
>
> Please send the names of the office-bearers and members of your District and Sub-Divisional committees with address.[২৭]

এ পর্বে আওয়ামী লীগের সব থেকে বড় অর্জন বিরোধী দল হিসেবে দলটির স্বীকৃতি লাভ। বঙ্গবন্ধু করাচি গিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে দলটির জন্য এ স্বীকৃতি আদায় করে নেন।

---

[২৪]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫২

[২৫]. মনজুরুল হক কর্তৃক করাচি থেকে ২১ জুলাই ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় অফিস, ৯ নবাবপুর রোডের ঠিকানায় শেখ মুজিবকে লিখিত চিঠি থেকে আমরা দল শক্তিশালী করতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে পশ্চিম পাকিস্তানে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারি। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

[২৬]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫-৫৭। ১৩ জুন লাহোর থেকে ও ১৫ জুন করাচি থেকে তোফাজ্জল হোসেনকে লিখিত চিঠি দুটিতে আমরা এ প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখবো।

[২৭]. ড. সুনীলকান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

এরপর তিনি করাচিতেই প্রেসকনফারেন্স করেন। *নওয়াই ওয়াক্ত*, *পাকিস্তান টাইমস*, *ইমরোজ* এবং অন্য কয়েকটি কাগজ বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য খুব ভালোভাবে ছেপেছিল। তিনি তাঁর বক্তৃতায় পূর্ববাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, নেতাকর্মীদের নির্বিচারে আটকের প্রতিবাদ, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, রাজবন্দিদের মুক্তি, গুলি করে হত্যার প্রতিবাদ, স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক সমস্যার ওপর জোর দিয়েছিলেন।[২৮] এরপর তিনি ঢাকায় ফিরে এসে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বক্তব্য ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বক্তব্য এক ওয়ার্কিং কমিটিতে তুলে আওয়ামী লীগের এফিলিয়েশন নেওয়ার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে এক সিদ্ধান্তে পৌঁছান। জেলায় জেলায় দলটির কমিটি গঠন চলে। জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু বিশ্রাম না করে প্রায় সমস্ত জেলা ও মহকুমা ঘুরে আওয়ামী লীগের শাখা গঠন করতে সক্ষম হন। ভীষণ অর্থকষ্টের ভিতর দিয়ে এসব কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছিল।[২৯]

১৯৫৩ সালের প্রথমদিক থেকে রাজনৈতিক ও ছাত্রকর্মীরা মুক্তি পেতে শুরু করে।[৩০] আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শামসুল হকও মুক্তি পেলেন কিন্তু কিছুটা অসুস্থ অবস্থায়। এদিকে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হওয়ার পর থেকে দলের কোনো কাউন্সিল সভা হয়নি। কারাবন্দি নেতৃবৃন্দ মুক্ত হলে ১৯৫৩ সালে প্রথম কাউন্সিল সভা ডাকা হয় ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে। এ সভায় দলের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হলো। সভাপতি হলেন মওলানা ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব। এরপর আওয়ামী লীগ সত্যিকার অর্থে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের সামনে দাঁড়াল। আর এসব কিছুই সম্ভব হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের দক্ষতায় ও নেতাকর্মীদেও সহযোগিতায়।

১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচন হবে ঘোষণা হলো। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার শরীক দলসমূহের সমন্বয়ে গঠিত যুক্ত ফ্রন্ট বিজয়ী হয়। কিন্তু এ নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য কোনো সুখবর বয়ে আনেনি। মে মাসে যেদিন সরকার শপথ গ্রহণ করে সেদিনই আদমজী জুট মিলে বাঙালি-অবাঙালি ভয়াবহ দাঙ্গা সংগঠিত হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা

---

[২৮]. লাহোর থেকে ১৯৫২ সালের ১৩ জুন ও করাচি থেকে ১৫ জুন তোফাজ্জল হোসেনকে ঢাকার ঠিকানায় ও ১৪ জুন লাহোর থেকে হায়দেরাবাদ সিন্ধুর ঠিকানায় শহীদ সাহেবকে লেখা শেখ মুজিবের চিঠি থেকে উপর্যুক্ত তথ্যাদির সত্যতা পাওয়া যায়। ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৫৭

[২৯]. শেখ মুজিবুররহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২২১

[৩০]. জেল থেকে কর্মীদের মুক্ত করতে শেখ মুজিব নানা আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের ৪ মে লেখা ৩টি চিঠিতে কারাবন্দী নেতাকর্মীদের মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। চিঠি ৩টির প্রাপক হলেন যথাক্রমে আবদুল মান্নান, আবু জাফর ও মনোয়ার হোসেন। মনোয়ার হোসেনকে তিনি লিখেছেন– ‘ We are trying for political prisoners’ release. Jonab H.S. Suhrawardy is doing his utmost to this effect. Please don’t despair and have confidence to yourself.’ ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

দাঙ্গার জন্য নবগঠিত সরকারকে দায়ী করে এবং প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত করে। বঙ্গবন্ধুসহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[৩১] কিন্তু সরকারের এ পদক্ষেপ নেতাকর্মীদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। যশোর থেকে এম এ আবদুল খালেক এম.এল.এ কর্তৃক ৪ আগস্ট ১৯৫৪ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানায় শেখ মুজিবকে লিখিত একটি চিঠিতে এর সাক্ষ্য মেলে। চিঠিটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। চিঠিতে তিনি লেখেন– 'I don't know the state at which the case, in which you have been involved, is. However, I pray to the Almighty Allah and hope the case will soon end in your honurableacqittal.'[৩২] ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

কারামুক্তির পর তিনি পুনরায় দলীয় কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে জোরালো করার লক্ষ্যে তিনি জনসংযোগ অব্যাহত রাখেন। এদিকে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে দলীয় এজেন্ডায় পরিণত করতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা ডাকা হয়। সভায় এজেন্ডা করা হয় তিনটি বিষয়। প্রসঙ্গগুলো হলো– চলমান রাজনৈতিক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে করণীয়, সংগঠন এবং বিবিধ। এ প্রসঙ্গে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামের এম এ আজিজকে তিনি লিখেছেন :

> The meeting is particularly important in view of the present political situation in East Bengal and it is necessary that we come to some sort of a definite decision regarding the issues that are involved at the moment.[৩৩]

একই সঙ্গে আটক নেতাকর্মীদের জেল থেকে মুক্তির জন্য শেখ মুজিবের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৩ মে ১৯৫৫ সালে তৎকালীন রংপুর জেলার নিলফামারীর অ্যাডভোকেট দবিরউদ্দিন আহমেদ আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির ব্যাপারে দলের শিথিলতার অভিযোগ আনলে তাকে লিখিত একটি চিঠিতে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> Therein you have mentioned that doubt has crept in in that we are not trying for the release of political prisoners of your district. I can assure you that we are trying hard for the release of all political prisoners. We have

---

৩১. সরকারি বাহিনীর অত্যাচার ঢাকা ছাপিয়ে খুলনা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ধরপাকড় সমানে চলে। পাকিস্তান আন্দোলনে একসময় যাঁরা সম্মুখসারির যোদ্ধা ছিলেন তাঁরা বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে নির্বিচারে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

৩২. ড. সুনীলকান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭। গাইবান্ধা থেকে ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানায় নিরাপত্তা বন্দী শেখ মুজিবকে লিখিত মতিয়ার রহমানের বাজেয়াপ্ত হওয়া চিঠি থেকেও আমরা এ প্রমাণ পাবো। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

৩৩. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

made a list of political prisoners detained without trial in which your list also will be included and we will do our best for their release.[৩৪]

এ বছর ৫ জুন শেখ মুজিব পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামীলীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বর্জন কওে আওয়ামী লীগ যাত্রা শুরু করে। শেখ মুজিব পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।[৩৫]

১৯৫৬ সালে শেখ মুজিব তৎকালীন কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইডমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৫৭ সালের ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও দলকে সুসংগঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এদিকে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি ও রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।[৩৬] বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত জিপগাড়িটি পুলিশ জব্দ করে। ১০ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে তিনি পুলিশ সুপার ঢাকাকে চিঠি লিখে তাঁর জিপটি ফেরত চান।[৩৭] ১১ অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ ডিসেম্বও হাইর্কোটে রিট আবেদন করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। এপর্যায়ে তাঁকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে সরকার একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করে। কিন্তু তাঁর মনোবলে কোনো ফাটল ধরেনি।[৩৮] নিরাপত্তবন্দি শেখ মুজিব ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সহকারী সেক্রেটারি, হোম (অতিরিক্ত) পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট দৃঢ়তার সঙ্গে লেখেন– 'Every bodyknows what I have done. I do not know any secret politics or any Anti-Pakistan elements.[৩৯] কারাবন্দি শেখ মুজিব এ সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করেন; প্রয়োজনে আয়কর উপদেষ্টা ও মামলা পরিচালনাকারী অ্যাডভোকেটদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করেন; *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা যেনো অব্যাহত থাকে তার জন্য সম্পাদককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন; দল পরিচালনা করতে

---

৩৪. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৩৫. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪৮

৩৬. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৯

৩৭. সত্যজিৎ রায় মজুমদার, *বঙ্গবন্ধুর চিঠিপত্র*, তাম্রলিপি, ঢাকা ২০২০, পৃ. ৮৫

৩৮. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১২ নভেম্বর ১৯৫৮ সালে টুঙ্গীপাড়া, ফরিদপুর-এর ঠিকানায় বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমানের নিকট লিখিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাজেয়াপ্ত চিঠি পড়ে আমরা ব্যাথিত হই। চিঠিতে তিনি বলেছেন– 'আমাকে আবার রাজবন্দী করেছে, দরকার ছিলনা। কারণ রাজনীতি আর নাই, এবং রাজনীতি আর করবো না। সরকার অনুমতি দিলেও আর করবো না।' ড. সুনীলকান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩৯. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন। ১৯৫৮-১৯৫৯ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর প্রায় ১৬টি চিঠি থেকে আমরা এসব তথ্যাদি পেয়ে থাকি।[৪০]

১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।এপর্যায়ে আমরা তাঁর লেখা ৪টি চিঠির সন্ধান পায়। চিঠিগুলো পারিবারিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হলেও সমকালীন দমন-পীড়নমূলক রাজনৈতিক ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে।[৪১] ১৮ জুন মুক্তির পর তিনি পাকিস্তানের লাহোর যান এবং সেখানে তিনি প্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিনে ভূমিকা রাখেন। অক্টোবর মাসে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সারা বাংলা সফর করেন।২২ এপ্রিল ১৯৬৩ সালে জনৈক তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছেন মর্মে তিনি ডি.আই.জি, আই.বি, মি. হক-এর নিকট চিঠি দেন।[৪২] ১৯৬৪ সালের ১১ মার্চ তিনি পুনরায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি আইয়ুব বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে গ্রেফতার হন। এবং তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান।[৪৩]

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ যা পরবর্তীকালে এক দফায় পরিণত হয়।[৪৪] ১১ মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এবার তিনি ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলা ব্যাপী গণসংযোগ শুরু করেন। এসময় তিনি বারবার গ্রেফতার হতে থাকেন। ৭ জুন শেখ মুজিব ও আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির লক্ষ্যে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ধর্মঘটের দিন ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। আটক বঙ্গবন্ধু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ৪, ১৯ ও ২৩ আগস্ট তারিখে আটক নেতাকর্মীদের খোঁজখবর ও মনোবল চাঙ্গা রাখতে চিঠি লেখেন। তাঁর লিখিত ৫টি চিঠিই বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রাপকবৃন্দ চিঠিগুলো না পেলেও আমরা এগুলো থেকে সমকালীন উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জেলগেটে শেখ মুজিবের বিচারপ্রক্রিয়া, নেতাকর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ও তাঁর পারিবারিক সংবাদ জানতে পারি। চিঠিগুলোর প্রাপক হলেন যথাক্রমে– বগুড়া জেলা কারাগারে বন্দি নূরুল ইসলাম চৌধুরী

---

[৪০]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭-১৩৪

[৪১]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪৭

[৪২]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালেও তিনি অনুরূপ একটি পত্র লিখেছিলেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

[৪৩]. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৯-৭৫০

[৪৪]. শেখ মুজিবুর রহমান, 'ভূমিকা', *কারাগারের রোজনামচা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০১৭, পৃ. ১৩

(১৯২৫-১৯৭৫), সিলেট জেলা কারাগারে বন্দি জহুর আহমদ চৌধুরী (১৯১৬-১৯৭৪), কুমিল্লা জেলা কারাগারে বন্দি মুজিবর রহমান, ময়মনসিংহ জেলা কারাগারে বন্দি তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) এবং চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে বন্দি এম এ আজিজ (১৯২১-১৯৭১)।[৪৫] এ পর্যায়ে আমরা নূরুল ইসলাম চৌধুরীকে লেখা বঙ্গবন্ধুর চিঠিটি তুলে ধরবো :

> নুরুল ইসলাম ভাই,
>
> আমার ভক্তিপূর্ণ ছালাম নিবেন। বহুদিন আপনার কোন খবর পাইনা। কেমন আছেন আমাকে জানালে বাধিত হব। বোধহয় আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। ভাবি বুড়া হয়েছেন, বারবার বগুড়া যেতে কষ্ট হয়। যাহা হউক চিন্তা করবেননা। শরীরের দিকে নজর রাখবেন। আমি মোটামুটি ভাল আছি। আমি অনেক ঝেল খেটেছি আমার জন্য ভাববেন না। আগামী ৮ তারিখ থেকে জেলগেটে কোর্ট বসবে আমার বিচার করবার জন্য। চিন্তার কোনই কারণ নাই। বাচ্চারা এসেছিল ভাল আছে। মার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। এখন কিছুটা ভাল শুনেছি। বুড়া হয়ে গেছেন তাই যে কোনসময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সকলকে আমার সালাম দিবেন। ইতি আপনার স্নেহের মুজিব।[৪৬]

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর লেখা আরো ৪টি এবং ১৯৬৭ লেখা ৫টি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু হলো– মামলার হেয়ারিং, অ্যাডভোকট, ইন্স্যুরেন্স ও পরিবার।[৪৭] উল্লেখ্য, ৬ দফার প্রশ্নে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবুর রহমানের দর্শনের সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারেননি। ভাসানী পাকিস্তান মুসলিম লীগের চেয়ারম্যান মি. নূরুল আমিনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে জগাখিচুরি ধরনের ঐক্য করে।[৪৮] কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেন, ভাসানী একমত নাহলেও ৬ দফার আন্দোলন চলবে।[৪৯] ১৯৬৮-১৯৭১ সালের মধ্যে লেখা শেখ মুজিবের আরো কিছু চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়। এসব চিঠির বিষয়বস্তু হলো– পরিবার, ৬ দফা ও তাঁর মুক্তির জন্য গঠিত তহবিল সংক্রান্ত।[৫০]

---

[৪৫]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩-১৬১

[৪৬]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

[৪৭]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-১৭৯। সিলেট থেকে ২৭ জুন ১৯৬৬ সালে জনৈক ছাত্র ৬ দফার বিরুদ্ধাচরণ করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানায় বঙ্গবন্ধুকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। চিঠিটিতে উল্লেখ আছে– 'আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সাবধান হয়ে যাও। তোমার ৬ দফাকে শেষ না করা পর্যন্ত আমি দমবনা।... অশান্তি সৃষ্টিকারী মুজিব সাবধান।' ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

[৪৮]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩

[৪৯]. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

[৫০]. Sheikh Hasina (Ed.), *Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Vol- 1 (1948-1950), Ibid*, p. xxxvii

আমরা জানি, ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনকে আসামী কওে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তিনি ও অন্যান্য আসামীবৃন্দ মামলা থেকে অব্যাহতি পান। এ বছর ৫ ডিসেম্বও প্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।[৫১] কিন্তু জান্তা সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা করলে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে তিনি ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।'[৫২] ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল সরকার শপথ গ্রহণ করে। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

দুই

১৯৫২ সালের ১৪ জুন শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীকে লিখিত একটি চিঠিতে বলেন– 'Pleasepray to Allah thatI can continue with my work.I love my country (Pakistan) and love my leader and I can sacrifice everything for them.'[৫৩] উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করতে পারবো। সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস ও তাঁকে উদ্দেশ্য করে লেখা একাধিক চিঠিতেও আমরা এ সত্যের পরিচয় পায়। ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলে তাঁর মুক্তির দাবিতে মওলানা ভাসানী বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যর্থ হন। পরাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রয়োজনীয়তা ও দলে তাঁর গুরুত্বের বিষয়টি জানিয়ে ভাসানী ৩০ এপ্রিল ১৯৫১ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক শেখ মুজিবকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। চিঠিতে ভাসানী লিখেছেন– 'তোমার মুক্তির জন্য সরকারের দৃষ্টি বহুবার আকর্ষণ করিয়াছি কিন্তু ছেলে অন্ধ হইলে নাম পদ্মলোচন রাখলে লাভকি! ধৈর্য্য ধারণ কর। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন। দেশের মুক্তির সঙ্গে তোমার মুক্তি।'[৫৪]

এ প্রসঙ্গে করাচি থেকে ১২ নভেম্বর ১৯৫১ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ঠিকানায় বন্দি শেখ মুজিবকে লিখিত আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশিষ্টকর্মী আকতার আহাদেও একটি চিঠির অংশবিশেষ আমরা এখানে

---

[৫১]. মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫০-৭৫২

[৫২]. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তি সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৫, পৃ. ২১১

[৫৩]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৫৪]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*,পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

উল্লেখ করতে পারি। এ চিঠিটিও সরকার বাজেয়াপ্ত করে। পত্রটি পাঠে আমরা সমগ্র পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেও গ্রহণযোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারবো। চিঠিটির নির্বাচিত অংশ নিম্নরূপ :

> You are probably not aware that how much respect &honuor you command from the people of not only East Pakistan but from all parts of Pakistan. Being complete in touch with the people of west Pakistan I am assure you that only 1&1/2 year more (Insha' Allah) and we shall replace this tyrant government. When now I am completely in the field of active politics, I extremely feel your absence.[৫৫]

আমরা পূর্বেই বলেছি, শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য ছিলেন। তাঁকে লেখা বঙ্গবন্ধুর একাধিক চিঠিতে আমরা এ পরিচয় পেয়েছি। সোহরাওয়ার্দীও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণমুগ্ধ ছিলেন। করাচি থেকে শেখ মুজিবের নিকট লেখা আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশিষ্ট কর্মী আকতার আহাদেও উপর্যুক্ত চিঠি থেকে আমরা এ সত্য জানতে পারবো। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আকতার আহাদ আরো বলেন– 'He always speaks very high of you.'[৫৬]

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস একই সূত্রে গাঁথা। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলাকে কলোনীতে পরিণত করে। বাংলার পূর্বাংশ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকতার শিকলে আবদ্ধ হয়। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু তথা সচেতন বাঙালি সমাজ প্রথমবার তা উপলব্ধি করে ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। পরবর্তীকালে বাঙালির এ প্রতিবাদী চেতনা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এ চেতনাসঞ্চারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুরোহিতের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দেন। বঙ্গবন্ধুর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের লড়াই-সংগ্রামের অন্যতম মাধ্যম ছিল তাঁর চিঠিপত্র।

---

[৫৫]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭
[৫৬]. ড. সুনীল কান্তি দে, *বঙ্গবন্ধুর অপ্রকাশিত চিঠিপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭